দৈনিক ইনকিলাব

037

তারিখ ... 07 FEB 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি সংকট

আমাদের দেশে অনার্স কোর্সে ভর্তি এখন রীতিমত প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া চিকিৎসা ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি তো আরো কঠিন। এ ভর্তি সংকটের প্রধান কারণ পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় না থাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বল্পতা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিক ইচ্ছা এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা থাকলে এ সংকট কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠা সম্ভব বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুষদের অধীন বিভাগের স্বল্পতাও রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদের চারটি বিভাগ, কিন্তু সেখানে ইনসুরেন্স নামক অন্য একটি বিভাগ খোলায় যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও তা খোলা হয়নি। ঠিক একই কথা বলা যায়, ফলিত গণিত, নৃ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে। মাইক্রো বায়োলজী রয়েছে শুধুমাত্র মাষ্টাব (ফাইনাল) ছাত্রদের জন্য। কিন্তু এটিও একটি পূর্নাঙ্গ অনার্স বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কৃষি অনুষদের দু'একটি বিভাগ খোলা যায় কি-না তার সম্ভাবতাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যের ছাত্রদের জন্য রয়েছে মাত্র দু'টি বিভাগ। মার্কেটিং আছে মাষ্টার ডিগ্রী ফাইনালের ছাত্রদের জন্য। মার্কেটিংও একটি পূর্নাঙ্গ বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ইনসুরেন্স আছে পাস কোর্সের ছাত্রদের জন্য। তাই অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, এখানে ফিনান্স ও ইনসুরেন্স খোলাও খুব একটা ব্যয়সাধ্য হবে না। সমাজতন্তর আছে, সমাজ কল্যাণ নেই। সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন প্রভৃতি বিভাগ নেই। এগুলো খোলা যায় কি-না তার সাম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান অনুষদে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিভাগ থাকলেও তাদের কোন ফলিত বিষয় নেই। অথচ ফলিত বিষয়গুলোর বিভিন্ন অধ্যায় পড়ানোর জন্য কয়েকজন শিক্ষক আছেন প্রতিটি বিভাগেই। তাই তাদেরকে নিয়ে এবং দু'এক জন নতুন শিক্ষক নিয়ে ফলিত বিষয়ের সব শাখা খোলা যেতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের ফলিত বিষয়, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফার্মেসী প্রভৃতি বিষয় মিলে আমরা বেশ কয়েকটি নতুন বিষয় পেতে পারি। ভূগোল, ভূ-তত্ত্ব মৃত্তিকা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগও খোলা যায় কি-না সে সম্পর্কেও সাম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও একই। গত বছর ভর্তি সংকটের কথা চিন্তা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি বিভাগের আসন সংখ্যা শতকরা দশ থেকে পনের ভাগ বৃদ্ধি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। জাহাঙ্গীরনগর আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সেখানে হলের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা এখনও ৫শ' পেরোয়নি। এখানে আসন সংখ্যা বাড়ালে আরো কিছু সংখ্যক ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা থেকে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বাসের ব্যবস্থাও করতে হবে।

দেশে কিছু সংখ্যক কলেজে অনার্স পড়ার ব্যবস্থা আছে দু'একটি বিষয়ের উপর। আরো বিষয়েব উপর সেখানে অনার্স পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বেশ কয়েকটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। দেশের উচ্চ শিক্ষা সংকট চিন্তা করে অবিলম্বে ঘোষিত কলেজসমূহকে পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করা দরকার। এই সাথে আরো নতুন কিছুসংখ্যক কলেজে অনার্স খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষার সংকট আমাদের দেশে বরাবরই চলে আসছে। আর এ জন্যই আমরা উন্নত বিশ্বের আধুনিকতম প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না, ফলে পিছিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একটা জাতির জন্য এটা একটা দুঃশ্চিন্তার বিষয়। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট স্থাপন করে এ সংকট নিরসন করা যেতে পারে।

—মোঃ খালেদ হোসেন খান।